[২০১৯] ২ এস. সি. আর. ৯৮৪

মেসার্স আই. সি. ও. এম. এম. টেলি লিমিটেড.

বনাম

পাঞ্জাব স্টেট ওয়াটার সাপ্লাই এবং সেয়ারেজ বোর্ড এবং অন্য

(২০১৯-এর দেওয়ানি আপিল নং ২৭১৩)

১১ মার্চ, ২০১৯

[আর. ই. এফ. নরিমান এবং ওয়াইন সারন, বিচারপতিদ্বয়]

আরবিট্রেশনঃ

আরবিট্রেশন এগ্রিমেন্ট-বাণিজ্যিক চুক্তিতে দরপত্র আহ্বানের নোটিশে আরবিট্রেশন ক্লজ-প্রাক-জমা ধারা-সালিশ আহ্বানকারী পক্ষের দাবি করা পরিমাণের ১০ % "ডিপোজিট-অ্যাট-কল" ধারা, যদি নির্বিচারে বা বৈষম্যমূলক হয় এবং সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে-অনুষ্ঠিত হয়ঃ ১০ শতাংশের প্রাক-জমা কোনও পক্ষকে সালিশের জন্য এই বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াটি আহ্বান করতে নিরুৎসাহিত করবে, যা আদালত ব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যের বিপরীতে, এবং সালিশ প্রক্রিয়াটিকে অকার্যকর ও ব্যয়বহুল করে তুলবে-এইভাবে, প্রাক-ধারা জমা বাতিল করা হয়-ভারতের সংবিধান-অনুচ্ছেদ ১৪।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

বলেঃ ১.১, কোনও পক্ষের সামনে সফলভাবে সালিশ ধারা আহ্বান করার জন্য ১০ % "ডিপোজিট-অ্যাট-কল" এই ভিত্তিতে করা হয় যে এটি তুচ্ছ দাবি এড়ানোর জন্য। দরপত্র আহ্বানকারী নোটিশের শর্ত ২৫ (xv) থেকে এটিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে সালিশকে একটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং দেওয়ানি আদালতে প্রবেশের চেষ্টা করা হয় যদি পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ সালিশ ধারা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। ২৫ (VIII) ধারাটি বৈষম্যমূলক বলে বলা যায় না কারণ এটি উত্তরদাতা নং ২ এবং আবেদনকারী উভয়ের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে, সালিশ ১৪ অনুচ্ছেদের একটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র দিক। একটি তুচ্ছ দাবি দৃষ্টান্তমূলক খরচ সহ খারিজ করা যেতে পারে। অতএব, সালিসকারীর সামনে সফল হওয়া পক্ষের জন্য এই নীতিটি আহ্বান করা সর্বদা উন্মুক্ত এবং সালিসকারীর পক্ষে দৃষ্টান্তমূলক খরচ আরোপের ক্ষেত্রে একটি দাবি তুচ্ছ বলে খারিজ করার জন্য উন্মুক্ত। [অনুচ্ছেদ ৭,৮,১৭,২০,২১] [৯৮৮-এইচ; ৯৮৯-বি; ৯৯৫-বি-সি; ৯৯৬-সি]

১.২ দাবি করা অর্থের ১০ শতাংশের "ডিপোজিট-অ্যাট-কল", যা বড় অঙ্কের অর্থ হতে পারে, স্পষ্টতই তুচ্ছ দাবি দাখিলের সঙ্গে কোনও সরাসরি যোগসূত্র ছাড়াই, কারণ এটি একেবারে দ্বারপ্রান্তে করা সমস্ত দাবির (তুচ্ছ বা অন্যথায়) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে কোনও সিদ্ধান্তের আগে ১০ % জমা দিতে হবে যে সালিশ আহ্বানকারী পক্ষের দাবি তুচ্ছ। এটিও-বিষয়টির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা মনে রাখতে হবে যে এই ধরনের ধারাটি এমন কিছু হওয়ার অর্থে নির্বিচারে হবে যা অন্যায্য এবং অন্যায্য হবে এবং যার সাথে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি সম্মত হবে না। প্রকৃতপক্ষে, একটি দাবি খারিজ করা যেতে পারে তবে তুচ্ছ হওয়ার প্রয়োজন নেই, যেমনটি এই সত্য থেকে স্পষ্ট যে যেখানে তিনজন সালিসকারী নিয়োগ করা হয়, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু পুরষ্কার হিসাবে জানা যায়, এটি স্পষ্ট করে দেয় যে দুটি সম্ভাব্য বা এমনকি প্রশংসনীয় মতামত থাকতে পারে যা ইঙ্গিত করে যে দাবিটি খারিজ করা হয়েছে বা যোগ্যতার ভিত্তিতে অনুমোদিত এবং এটি তুচ্ছ বলে নয়। আরও, এমনকি যদি কোনও দাবি ন্যায়সঙ্গত এবং সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তবে জমা দেওয়া পরিমাণ সফল দাবিদারকে ফেরত দেওয়ার দরকার নেই। উদাহরণস্বরূপ, একটি চুক্তির অবসান অবৈধ এবং তার ফলস্বরূপ ক্ষতির উপর ভিত্তি করে একটি দাবি নিন। যদি দাবিটি সফল হয় এবং অবসানটি অবৈধ বলে বাতিল করা হয় এবং এক কোটি টাকার ক্ষতির দাবি অবশেষে সালিসকারী দ্বারা মাত্র দশ লক্ষ টাকায় মঞ্জুর করা হয়, তবে জমা করা অর্থের মাত্র দশমাংশ সফল পক্ষকে ফেরত দেওয়া হবে। যে পক্ষ সালিশ কার্যধারায় হেরে গেছে সে জমা অর্থের নয় দশমাংশ বাজেয়াপ্ত করার অধিকারী হবে যদিও পূর্বোক্ত পক্ষের বিরুদ্ধে পুরষ্কার রয়েছে। এটি পুরো ধারাটিকে সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাচারী করে তুলবে, যা কেবল অত্যধিক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, বরং একটি পক্ষের সম্পূর্ণ অন্যায্য ফলাফলের দিকে পরিচালিত করবে-যে মধ্যস্থতা হারিয়েছে যে আমানতের এমন অংশ বাজেয়াপ্ত করার অধিকারী যা দাবি করা হয়েছে তার তুলনায় প্রদত্ত পরিমাণের তুলনায় আনুপাতিকভাবে কম। [অনুচ্ছেদ ২৩] [৯৯৬-এইচ; ৯৯৭-এ-ই]

১.৩, সালিসি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া যা আদালতে বিচারাধীন মামলাগুলির সংখ্যা এবং মামলা-মোকদ্দমার খরচের কারণে উৎসাহিত করা উচিত। জমা দেওয়ার যে কোনও প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই এই প্রক্রিয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়াও, এটি সহজেই কল্পনা করা যায় যে প্রায়শই একটি বিশাল দাবির ১০ % জমা দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য নেওয়া আদালতের পারিশ্রমিক-র চেয়েও বেশি হবে। সালিশের জন্য কোনও পক্ষকে ১০ % আগে জমা দিয়ে এই বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াটি আহ্বান করা থেকে বিরত করা সালিশকে নিরুৎসাহিত করবে, যা এর উদ্দেশ্যের বিপরীতে

আদালত ব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়া, এবং সালিসী প্রক্রিয়াটিকে অকার্যকর ও ব্যয়বহুল করে তুলবে। দরপত্র আহ্বানকারী নোটিশের শর্ত ২৫ (ভিলি) বাতিল করা হয়েছে। হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ২৪,২৭,২৮। [৯৯৭-এফ, জি; ৯৯৯-ডি, ই]

সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন বনাম ব্রোজো নাথ গাঙ্গুলি, (১৯৮৬) ৩ এস. সি. সি ১৫৬: [১৯৮৬] ২ এস. সি. আর ২৭৮-বিশিষ্ট।

শিক্ষা অধিদপ্তর বনাম এডুকম্প ডেটাম্যাটিক্স লিমিটেড, (২০০৪) ৪ এস. সি. সি. ১৯;: [২০০৪] ২ এস. সি. আর. ১০১০ ৩; গ্লোবাল এনার্জি লিমিটেড বনাম আদানি এক্সপোর্টস লিমিটেড, (২০০৫) ৪ এস. সি. সি. ৪৩৫: [২০০৫] ৩ এস. সি. আর. ১১০৮ ৩ এস. কে. জৈন ভি. হরিয়ানা রাজ্য, (২০০৯) ৪ এস. সি. সি. ৩৫৭: [২০০৯] ২ এস. সি. আর. ১০৮০; এ. বি. এল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড বনাম এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, (২০০৪) ৩ এস. সি. সি. ৫৫৩ ৩ এ. এল. কালরা বনাম প্রজেক্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, [১৯৮৪] ৩ এস. সি. আর. ৬৪৬ ৩; জ্ঞানদেও সাবাজি নায়েক বনাম। প্রজ্ঞা _ প্রকাশ খাড়েকর, (২০১৭) ৫ এস. সি. সি. ৪৯৬:২ এস. সি. আর. (২০১৭) ৩ জেনারেল আই. এল. মোটরস লিমিটেড বনাম অশোক কে. লালনিক বনাম এস. সি. সি. দেব দত্ত পণ্ডিত, (১৯৯৯) ৭ এস. সি. সি. ৩৩৯: [১৯৯৯] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর. ১ ৩ সেন্ট্রোট্রেড মিনারেলস অ্যান্ড মেটাল ইনকর্পোরেটেড বনাম হিন্দুস্তান কপার লিমিটেড, (২০১৭) ২ এস. সি. সি. ২২৮: [২০১৬] ৯ এস. সি. আর. ৮৩৩; ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম বরিন্দেরা কনস্ট্রাকশনস লিমিটেড, (২০১৮) ৭ এস. সি. সি. ৭৯৪: [২০১৮] ৫ এস. সি. আর. ৫৮৭-উল্লিখিত।

মামলা আইন প্রসঙ্গ

[১৯৮৬] ২ এস. সি. আর ২৭৮	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ৫
[২০০৪] ২ এস. সি. আর ১০১০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৯
[২০০৫] ৩ এস. সি. আর ১১০৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
[২০০৯] ২ এস. সি. আর ১০৮০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২
(২০০৪) ৩ এস. সি. সি ৫৫৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৫
[১৯৮৪] ৩ এস. সি. আর. ৬৪৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭
[২০১৭] ২ এস. সি. আর ৯৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
[২০১৪] ১১ এস. সি. আর ১৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
[১৯৯৯] ২ এস. সি. আর ১ সম্পূরক	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৪
[২০১৬] ৯ এস. সি. আর ৮৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৫
[২০১৮] ৫ এস. সি. আর ৫৮৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৬

আই. সি. ও. এম. এম. টেলি লিমিটেডবনাম পাঞ্জাব স্টেট ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যুয়ারেজ বোর্ড এবং অন্যরা ৯৮৭

দেওয়ানী আপিল বিচারঃ দেওয়ানি আপিল নং ২৭১৩, ২০১৯ সালের।

২০১৭ সালের সিডব্লিউপি নং ৪৮৮২-এ চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ০৯.০৫.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

করণ মেহরা, অর্জুন ডি. সিং, সন্দীপ কুমার ঝা, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

বিয়য় কুমার কৌশল, বিভূতি সুশান্ত গুপ্ত, রাম নরেশ যাদব, আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি **আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি** দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

২. অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে ২০০৮ সালে, পাঞ্জাব রাজ্য জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন বোর্ড, ভাটিন্ডা টার্নকি ভিত্তিতে সেখানে উল্লিখিত বিভিন্ন শহরের জন্য জল সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প, পাম্পিং স্টেশন এবং পয়ঃনিষ্কাশন শোধনাগারের সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধির জন্য দরপত্র আহ্বান করে নোটিশ জারি করে। ২৫.৯.২০০৮-এ, আবেদনকারী সংস্থা, যা ভারতে দেওয়ানী/বৈদ্যুতিক কাজের সাথে জড়িত, এই কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হওয়ার পরে উক্ত দরপত্রটি প্রদান করা হয়েছিল। ১৬.১.২০০৯-এ, আবেদনকারী এবং উত্তরদাতা নং ২-এর মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে আনুষ্ঠানিক চুক্তির অংশ এবং পার্সেল গঠন করার জন্য দরপত্র আহ্বানের নোটিশ আহ্বান করা হয়েছিল। দরপত্র আহ্বানকারী নোটিশে একটি বিস্তারিত আর সালিশ ধারা রয়েছে। এই বিষয়ে আমরা ২৫ (viii) শর্ত নিয়ে উদ্বিগ্ন, যা নিম্নরূপঃ-

"viii, এই চুক্তির একটি অপরিহার্য শর্ত হবে যে, তুচ্ছ দাবি এড়ানোর জন্য সালিশ আহ্বানকারী পক্ষ প্রতিটি দাবির অধীনে দাবি করা পরিমাণ উল্লেখ করে তথ্য ও গণনার ভিত্তিতে বিরোধটি নির্দিষ্ট করবে এবং দাবি করা পরিমাণের দশ শতাংশের জন্য একটি "ডিপোজিট-অ্যাট-কল" প্রদান করবে, সালিসকারীর নামে একটি তফসিল ব্যাঙ্কে তার সরকারী পদবি দ্বারা, যিনি রায় ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত অর্থ জমা রাখবেন। দাবিদার পক্ষ থেকে কোনও রায় পেলে, দাবি করা অর্থমূল্যের সঙ্গে প্রদত্ত পরিমাণের অনুপাতে তাকে আমানত ফেরত দেওয়া হবে এবং অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অন্য পক্ষকে প্রদান করা হবে।

৩. আপিলকারী ২ নং উত্তরদাতার সঙ্গে একই ধরনের চুক্তি করেছিলেন যার মধ্যে একই সালিশ ধারা ছিল। তাই এটি নিয়োগের বিষয়ে ২ নং উত্তরদাতার কাছে চিঠি লিখেছিল

এই বিষয়গুলিতে সালিসকারী এবং ১০ % আমানত ফি মওকুফ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কোনও প্রতিক্রিয়া না পাওয়ার পরে, আবেদনকারী পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে ২০১৬ সালের ১৮৯১৭ নম্বর দেওয়ানি রিট পিটিশন হিসাবে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন। এই রিট পিটিশনটি ১৪.৯.২০১৬ তারিখের একটি রায়ে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল যে এই ধরনের দরপত্রের শর্তকে কোনওভাবেই নির্বিচারে বা অযৌক্তিক বলা যাবে না।

৪. ৮.৩.২০১৭ তারিখে, আপিলকারী ২০১৭ সালের ৪৮৮২ নং দেওয়ানি রিট পিটিশন দাখিল করে সালিশ ধারার এই অংশের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। বিতর্কিত রায়ে হাইকোর্ট কেবল তার আগের রায় অনুসরণ করে এবং এই রিট পিটিশনটিও খারিজ করে দেয়।

৫. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছেন যে দরপত্রের শর্তে অন্তর্ভুক্ত সালিশ ধারাটি আনুগত্যের চুক্তির সমান, এবং যেহেতু উত্তরদাতা নং ২ এবং আপিলকারীর মধ্যে অযৌক্তিক দর কষাকষির শক্তি রয়েছে, তাই সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন বনাম ব্রোজো নাথ গাঙ্গুলি, (১৯৮৬) ৩ এস. সি. সি ১৫৬ -এর রায়ের পরে এই ধারাটি বাতিল করা উচিত। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছেন যে সালিশ একটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া হওয়ায়, ১০ % আমানত পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াতে প্রবেশের ক্ষেত্রে একটি বাধা হিসাবে গণ্য হবে। এছাড়াও, দাবিগুলি শেষ পর্যন্ত অসমর্থনীয় বলে মনে হতে পারে তবে তুচ্ছ হওয়ার প্রয়োজন নেই। এছাড়াও, তুচ্ছ দাবিগুলি ভারী ব্যয়ের দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও, যদি পুরস্কারটি দাবিদার পক্ষে থাকে, তবে তাকে যা ফেরত দেওয়া যেতে পারে তা কেবল প্রদত্ত পরিমাণের অনুপাতে এবং বাকিগুলি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এটি উত্তরদাতা নং ২-এর পক্ষ থেকে আরও স্বেচ্ছাচারী এবং উচ্চ পদক্ষেপ হবে।

৬. উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছেন যে বর্তমান মামলায় ১৪ অনুচ্ছেদের কোনও লঙ্ঘন নেই। এটা স্পষ্ট যে শর্ত ২৫ (vil) উভয় পক্ষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে, এবং যেহেতু এটি তাই, উক্ত উপ-ধারাটি বৈষম্যমূলক বলে বাতিল করা যাবে না। উপরন্তু, সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত নীতিটি সম্ভবত বাণিজ্যিক চুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। এছাড়াও, অনুরূপ ক্ষেত্রে, এই আদালত এই ধরনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি।

৭. উভয় পক্ষের বিজ্ঞ পরামর্শ শোনার পর, এটা দেখা যাবে যে, কোনও পক্ষের সফলভাবে সালিশ ধারা আহ্বান করার আগে ১০ % "ডিপোজিট-অ্যাট-কল" এই ভিত্তিতে করা হয় যে, এই তুচ্ছ দাবি এড়ানোর জন্য। ২৫ (xv) শর্ত টি উপাদানগত এবং এখানে নিচে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"xv. এই চুক্তি সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন প্রথমে সালিশ কার্যধারা আহ্বান ও সম্পূর্ণ না করে কোনও দেওয়ানি আদালতে আনা হবে না, যদি বিষয়টি এই চুক্তির অধীনে সালিশের সুযোগের আওতায় আসে। মুলতুবি সালিশ কার্যধারা ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীকে চুক্তি বাতিল করতে এবং কাজ শেষ করার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে অক্ষম করবে না।

৮. এই ধারা থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে সালিশকে একটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং যদি পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ সালিশ ধারা দ্বারা আচ্ছাদিত হয় তবে দেওয়ানি আদালতে প্রবেশ প্রত্যাহার করার চেষ্টা করা হয়।

৯. এটা ঠিক যে দরপত্র আহ্বানের শর্তাবলী বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য উন্মুক্ত নয়, কারণ সেগুলি চুক্তির আওতায় রয়েছে, যদি না সেগুলি নির্বিচারে, বৈষম্যমূলক বা বিদ্বেষপূর্ণ হয়। সুতরাং, শিক্ষা অধিদপ্তর বনাম এডুকম্প ডেটাম্যাটিক্স লিমিটেড, (২০০৪) ৪ এসসিসি ১৯-এ, এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

৯. এখন এটা ঠিক হয়ে গেছে যে, আদালত নির্বিচারে বা পক্ষপাতিত্ব রোধ করতে তাদের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরকার বা তার সংস্থাগুলির দ্বারা চুক্তির রায় যাচাই-বাছাই করতে পারে। তবে, এই জাতীয় বিষয়ে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্যে অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দরপত্র জারি করে দরপত্র আহ্বান করার সময় চুক্তিবদ্ধ বিষয়ে অনুমোদিত বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার পরিমাণ সম্পর্কে এই আদালত টাটা সেলুলার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া। (১৯৯৪) ৬ এসসিসি ৬৫১ মামলায় গভীরভাবে পরীক্ষা করেছে। পুরো মামলা-আইন পরীক্ষা করার পরে নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুমান করা হয়েছেঃ

"৯৪, উপরের থেকে অনুমানযোগ্য নীতিগুলি হলঃ

(১) আধুনিক প্রবণতা প্রশাসনিক কাজে বিচার বিভাগীয় সংযমের দিকে ইঙ্গিত করে।

(২) আদালত আপিল আদালত হিসেবে বসে না, বরং যে পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা পর্যালোচনা করে।

(৩) আদালতের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সংশোধন করার দক্ষতা নেই। যদি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পর্যালোচনার অনুমতি দেওয়া হয় তবে এটি তার নিজস্ব সিদ্ধান্তকে প্রতিস্থাপন করবে, প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছাড়াই যা নিজেই ভুল হতে পারে।

(৪) দরপত্র আহ্বানের শর্তাবলী বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে না কারণ দরপত্র আহ্বান চুক্তির ক্ষেত্রে হয়। সাধারণত বলতে গেলে, দরপত্র গ্রহণ বা চুক্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে আলোচনার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নেওয়া হয়। প্রায়শই, এই ধরনের সিদ্ধান্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গুণগতভাবে নেওয়া হয়।

(৫) সরকারের অবশ্যই চুক্তির স্বাধীনতা থাকতে হবে। অন্য কথায়, একটি প্রশাসনিক ক্ষেত্র বা আধা-প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কাজ করা একটি প্রশাসনিক সংস্থার জন্য জয়েন্টগুলিতে একটি ন্যায্য খেলা একটি প্রয়োজনীয় সহযোগী। তবে, সিদ্ধান্তটি কেবল যুক্তিসঙ্গততার ওয়েডসবারি নীতির প্রয়োগের দ্বারা পরীক্ষা করা উচিত নয় (উপরে উল্লিখিত অন্যান্য তথ্য সহ) তবে পক্ষপাতিত্ব দ্বারা প্রভাবিত বা খারাপ মনোভাব দ্বারা চালিত নির্বিচারে থেকে মুক্ত হতে হবে।

(৬) বাতিল করার সিদ্ধান্তগুলি প্রশাসনের উপর ভারী প্রশাসনিক বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে এবং এর ফলে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বাজেটবিহীন ব্যয়।

(মূল ভাষায় জোর দেওয়া হয়েছে)

'১২. এই সিদ্ধান্তগুলিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে দরপত্র আহ্বানের শর্তাবলী বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য উন্মুক্ত নয়, চুক্তির ক্ষেত্রেও একই। দরপত্রের শর্তাবলী নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের অবশ্যই স্বাধীনতা থাকতে হবে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি প্রশাসনিক সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগী হিসাবে এটির জয়েন্টগুলিতে যুক্তিসঙ্গত ভূমিকা থাকতে হবে। আদালতগুলি প্রশাসনিক নীতিগত সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে যদি এটি নির্বিচারে, বৈষম্যমূলক, দুর্বোধ্য বা পক্ষপাতদুষ্ট হয়। এটি ব্যবহারিক সমন্বয়গুলির অধিকারী যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আহ্বান করা যেতে পারে। আদালত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দরপত্রের শর্তাবলী বাতিল করতে পারে না কারণ তারা মনে করে যে দরপত্রের অন্যান্য শর্তাবলী ন্যায্য, বুদ্ধিমান বা যৌক্তিক হত। নীতিগত সিদ্ধান্ত নির্বিচারে, বৈষম্যমূলক বা হলে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে।

১০. গ্লোবাল এনার্জি লিমিটেড বনাম আদানি এক্সপোর্টস লিমিটেড, (২০০৫) ৪ এস. সি. সি ৪৩৫-এর ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেখানে এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

১০. অতএব, নীতিটি সর্বজনবিদিত যে, দরপত্র আহ্বানের শর্তাবলী বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য উন্মুক্ত নয় এবং আদালত দরপত্রের শর্তাবলী হ্রাস করতে পারে না কারণ সেগুলি চুক্তির আওতায় রয়েছে যদি না সেগুলি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী, বৈষম্যমূলক বা বিদ্বেষপূর্ণ হয়। যেহেতু আইনের এই অবস্থানটি এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের দ্বারা নিষ্পত্তি হয়েছে, তাই এটি বরং বিস্ময়কর যে বিদ্বান একক বিচারক রিট আবেদনের ভর্তির শুনানির প্রথম দিনেই একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ পাস করেন এবং আবেদনকারীদের দরপত্র খোলার প্রকৃত তারিখের তিন দিন পর্যন্ত ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বা ব্যাংকারদের চেক জমা দেওয়ার অনুমতি দেন। বিদ্বান একক বিচারকের আদেশ সম্পূর্ণ অবৈধ হওয়ায় ডিভিশন বেঞ্চ যথাযথভাবে বাতিল করে দেয়।

১১. উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি যেমন সঠিকভাবে যুক্তি দিয়েছেন, সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (উপরে)-এ এই আদালতের রায়, যা উল্লেখ করেছে যে সংযুক্তির চুক্তি, ১. অর্থাৎ, বেসরকারী ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে অসম দর কষাকষির ক্ষমতা রয়েছে এমন চুক্তিগুলি এই কারণে বাতিল করা যেতে পারে যে সেগুলি অযৌক্তিক, উভয় পক্ষই ব্যবসায়ী এবং চুক্তি ১ একটি বাণিজ্যিক লেনদেন যেখানে প্রযোজ্য নয় (উল্লিখিত রায়ের ৮৯ অনুচ্ছেদ দেখুন)। বিষয়টির এই দৃষ্টিতে, এই রায়ের উপর ভিত্তি করে আবেদনকারীর যুক্তি অবশ্যই ব্যর্থ হতে হবে।

১২. এস. কে. জৈন বনাম হরিয়ানা রাজ্য, (২০০৯) ৪ এস. সি. সি ৩৫৭ মামলায়, এই আদালত একটি চুক্তিতে সালিশের ধারা নিয়ে আলোচনা করেছে যা নিম্নরূপঃ-

১১. চুক্তির ২৫-এ ধারার উপ-ধারা (৭) নিম্নরূপঃ

''২৫-ক, (৭) এটিও এই চুক্তি চুক্তির একটি শর্ত যে, যেখানে সালিশ আহ্বানকারী পক্ষ ঠিকাদার, সেখানে সালিশের জন্য কোনও রেফারেন্স রক্ষণযোগ্য হবে না, যদি না ঠিকাদার কাজের দায়িত্বে থাকা নির্বাহী ইঞ্জিনিয়ারের সন্তুষ্টির জন্য, বিশদ অনুসারে নির্ধারিত অর্থের একটি সুরক্ষা আমানত জমা করে। নীচে দেওয়া হয়েছে এবং এইভাবে জমা করা অর্থ, সালিশ কার্যধারা শেষ হওয়ার পরে, দাবিদার পক্ষের বিরুদ্ধে সালিশকারী কর্তৃক প্রদত্ত ব্যয়ের বিপরীতে সামঞ্জস্য করা হবে এবং এই ধরনের কোনও খরচ প্রদানের অনুপস্থিতিতে এই ধরনের সমন্বয়ের পরে অবশিষ্ট অবশিষ্টাংশ, পুরষ্কারের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে তাকে পুরো অর্থ ফেরত দেওয়া হবে-

দাবির পরিমাণ	সুরক্ষা জামানতের হার
১. ১০,০০০ টাকা এর নিচে দাবি জন্য	দাবি করা পরিমাণের ২%
২. ১০,০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ১,০০,০০০ টাকা এর নিচে দাবি জন্য।	দাবি করা পরিমাণের ৫%
৩. ১,০০,০০০ টাকা এবং তার উপরে দাবি জন্য।	দাবি করা পরিমাণের ৭%

১৩. এই ধরনের ধারা বহাল রাখার ক্ষেত্রে, এই আদালত কেন্দ্রীয় অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্পোরেশনের (উপরে উল্লিখিত) রায়ের উল্লেখ করে এই রায়কে আলাদা করে বলেছে যে, বাণিজ্যিক চুক্তির ক্ষেত্রে অসম দরকষাকষির ক্ষমতার ধারণার কোনও প্রয়োগ নেই। এরপরে এটি বলে চলেছিলঃ-

১৪. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে ২৫-এ ধারার উপ-ধারা (৭) এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় পরিমাণের একটি সীমা থাকা উচিত। এই আবেদনটি স্পষ্টভাবে অপ্রাসঙ্গিক। এটি লক্ষণীয় যে এটি জড়িত পরিমাণের ভিত্তিতে গঠন করা হয়েছে। দাবিটি যত বেশি, চার্জযোগ্য ফি তত বেশি। এতে একটি যুক্তি রয়েছে। তুচ্ছ এবং স্ফীত দাবিগুলি প্রতিরোধ করার জন্য এটি ভারসাম্যপূর্ণ বিষয়। যদি আবেদনকারীদের আবেদনটি গৃহীত হয় যে সংখ্যায় একটি সীমা থাকা উচিত, তবে যে দাবিদার বেশি দাবি করছেন তিনি কম পরিমাণ দাবি করেন তার চেয়ে ভাল অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন।

১৪. এটা লক্ষ্য করা যাবে যে, এই রায়ে এমন কোনও আবেদন ছিল না যে, সালিশ ধারায় উল্লিখিত পূর্বোক্ত শর্তটি ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪-এর লঙ্ঘনকারী, কারণ এই ধারা ১-এর ধারাটি স্বেচ্ছাচারী। শুধুমাত্র আবেদন করা হয়েছিল যে, সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (উপরে উল্লিখিত)-এর অনুপাত প্রযোজ্য হবে এবং জামানতের মাধ্যমে প্রদেয় পরিমাণের একটি সীমা থাকা উচিত, যে দুটি আবেদনই এই আদালত খারিজ করে দিয়েছিল। এছাড়াও, সালিশ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে, মধ্যস্থতাকারী পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোনও খরচের বিপরীতে প্রথমে জামানত জমা করা হবে এবং এই ধরনের সমন্বয়ের পরে অবশিষ্ট অর্থ জমা করা পক্ষকে ফেরত দেওয়া হবে। এই ধারাটি ২৫ (viii) ধারার থেকে বস্তুগতভাবে আলাদা, যা আমরা দেখেছি, এটি স্পষ্ট করে দেয় যে সমস্ত ক্ষেত্রে আমানত দাবি করা পরিমাণের ১০ % হতে হবে এবং ফেরত কেবল দাবি করা পরিমাণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত পরিমাণের অনুপাতে হতে পারে, অবশিষ্টাংশ বাজেয়াপ্ত করা এবং অন্য পক্ষকে প্রদান করা হতে পারে, যদিও সেই অন্য পক্ষ মামলাটি হেরে যেতে পারে। এই কারণে, এই রায়টি সম্পূর্ণরূপে পৃথকযোগ্য এবং বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে মোটেও প্রযোজ্য নয়।

১৫. এবিএল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড বনাম এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, (২০০৪) ৩ এসসিসি ৫৫৩ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে এমনকি চুক্তিগত ক্ষেত্রের মধ্যেও, "রাষ্ট্র" কর্তৃপক্ষ বা যন্ত্রপাতি ব্যক্তিদের দ্বারা ন্যায্য, ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করার জন্য ১৪ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং, এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

২৩. এই আদালতের উপরের পর্যবেক্ষণগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে, একবার রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের কোনও উপকরণ চুক্তির পক্ষ হয়ে গেলে, যুক্তিসঙ্গত, ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে যা ভারতের সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা। অতএব, যদি আপিলকারীদের দাবির বিতর্কিত প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উপকরণ হিসাবে প্রথম উত্তরদাতা ১৪ নং অনুচ্ছেদের উপরের প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন করে কাজ করে থাকেন, তবে আমাদের এই রায় দিতে কোনও দ্বিধা নেই যে একটি রিট আদালত প্রথম উত্তরদাতার স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপগুলি ঠিক করার জন্য উপযুক্ত নির্দেশ জারি করতে পারে...

XXX XXX XXX

২৭. আমাদের উপরের আলোচনা থেকে, একটি রিট পিটিশনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত আইনি নীতিগুলি উদ্ভূত হয়ঃ

(ক) একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে, একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি রিট পিটিশন বা একটি চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্ভূত একটি রাষ্ট্রের একটি উপকরণ বজায় রাখা যায়।

XXX XXX XXX

৫৩. উপরের থেকে, এটি স্পষ্ট যে যখন রাষ্ট্রের কোনও উপকরণ তার চুক্তিগত, সাংবিধানিক বা বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে জনস্বার্থ ও জনস্বার্থের পরিপন্থী, অন্যায়, অন্যায্য এবং অযৌক্তিকভাবে কাজ করে, তখন এটি প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে পাওয়া সাংবিধানিক গ্যারান্টির পরিপন্থী কাজ করে... "

১৬. সুতরাং, এটি অবশ্যই দেখতে হবে যে উপরোক্ত শর্ত ২৫ (vii) কে ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের স্বেচ্ছাচারী বা বৈষম্যমূলক এবং লঙ্ঘনকারী বলা যেতে পারে কিনা।

১৭. আমরা উত্তরদাতাদের পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার সঙ্গে একমত যে, উপরোক্ত ধারাটি বৈষম্যমূলক বলা যাবে না কারণ এটি ২ নং উত্তরদাতা এবং আবেদনকারী উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে, স্বেচ্ছাচারিতা ১৪ অনুচ্ছেদের একটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র দিক। এ. এল. কালরা বনাম দ্য প্রজেক্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, [১৯৮৪] ৩ এস. সি. আর. ৬৪৬-এ, এই আদালত একটি আর প্রত্যাখ্যান করেছে

স্বেচ্ছাচারিতা কেবল বৈষম্যের একটি দিক। শ্রী লাল নারায়ণ সিনহার যুক্তিটি এইভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল (৬৬১ পৃষ্ঠায়):-

"এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে কোনও নির্দিষ্ট আবেদনের অভাবে যে অন্য কেউ আপিলকারীর মতো একইভাবে অবস্থিত ছিল বা বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছিল কিনা তা নির্দেশ করে বৈষম্যের অভিযোগ গ্রহণ করা যাবে না এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ বা অনুচ্ছেদ ১৬ লঙ্ঘনের অভিযোগে কোনও ত্রাণ দাবি করা যাবে না। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে বৈষম্য অভিব্যক্তিটি সমানের মধ্যে তুলনার ধারণাকে বোঝায় এবং যদি এইভাবে আচরণে নির্দেশিত ফলস্বরূপ বৈষম্যের অভিযোগটি গ্রহণ করা যায় এবং কেউ বলতে পারে যে আইনের সমান সুরক্ষা অস্বীকার করা হয়েছে। জমা দেওয়ার সম্প্রসারণ করে, এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে অনুচ্ছেদ ১৪-এ 'সমতা' অভিব্যক্তিটির ব্যবহার দ্বৈততা এবং তুলনাকে বোঝায় যা একাধিক পরিস্থিতির ব্যক্তির উপর পূর্বাভাস দেওয়া হয় এবং তুলনার জন্য উপলব্ধ উপাদানের অভাবে বৈষম্যের আবেদন অবশ্যই ব্যর্থ হতে হবে। ফলস্বরূপ, এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে তুলনামূলক মূল্যায়নের জন্য উপাদানের অনুপস্থিতিতে কেবল বৈষম্যের অভিযোগই টিকিয়ে রাখা যায় না, তবে নির্বাহী পদক্ষেপটি এই ভিত্তিতে বাতিল করা যায় না যে পদক্ষেপটি স্বেচ্ছাচারী।

১৮. এই যুক্তিটি খারিজ করা হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে (পৃষ্ঠাগুলি ৬৬২-৬৬৩):-

“এটি সুস্পষ্ট যে অনুচ্ছেদ ১৪ নির্বাহী/প্রশাসনিক কার্যক্রমে নির্বিচারের বিরুদ্ধে আঘাত হানে কারণ যেকোনো কার্যক্রম যা নির্বিচার তা অবশ্যই সমতার খণ্ডন ঘটাবে। সমতার অস্বীকৃতির জন্য দুটি ব্যক্তির মধ্যে তুলনামূলক মূল্যায়ন সীমিত করার প্রয়োজন নেই। একটি কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বিচার হলে তা আইন দ্বারা সমান সুরক্ষা অস্বীকার করে। সাংবিধানিক বেঞ্চ উপযুক্তভাবে আজয় হাসিয়ার মামলায় ([(১৯৮১)] ২ এস.সি.আর. ৭৯) পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বিষয়টি বিতর্কের বাইরে নিয়ে গেছে যখন এটি বলেছিল, 'তাহলে যেখানে রাষ্ট্রের কার্যক্রমে নির্বিচারিতা রয়েছে, তা পার্লামেন্টের, নির্বাহীর বা অনুচ্ছেদ ১২ এর অধীনে কোনো "কর্তৃপক্ষ" এর দ্বারা হোক, অনুচ্ছেদ ১৪ তাৎক্ষণিকভাবে কাজ শুরু করে এবং এমন রাষ্ট্রের কার্যক্রম বাতিল করে দেয়।' এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও বিস্তারিতভাবে এবং নিশ্চিতভাবে ডি.এস. নাকারা বনাম ভারত সরকার [(১৯৮৩)] ১ এস.সি.সি. ৩০৫) মামলায় ব্যাখ্যা এবং অনুমোদিত হয়েছে। মণেকা গান্ধী বনাম ভারত সরকার [(১৯৭৮)] ২ এস.সি.আর. ৬২১) মামলায় এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে অনুচ্ছেদ ১৪ রাষ্ট্রের কার্যক্রমে নির্বিচারিতা মোকাবেলা করে এবং চিকিত্সায় ন্যায্যতা এবং সমতার নিশ্চয়তা দেয়। এটিও অবশ্যয় দিনের শেষের দিকে দাবি করা হয় যে একটি নির্বাহী পদক্ষেপ/স্বেচ্ছাচারী হিসাবে দেখানো হয় তা বিচারিকভাবে পর্যালোচনাযোগ্য নয় বা অনুচ্ছেদ ১৪-এর নাগালের মধ্যে নেই।

১৯. এইভাবে আমাদের দেখতে হবে যে শর্ত ২৫ (viii) কে ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদের স্বেচ্ছাচারী এবং লঙ্ঘনকারী বলা যেতে পারে কিনা।

২০. প্রথম যে বিষয়টি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ তা হল যে দাবি করা অর্থের ১০ % "জমা-কল" সালিশ আহ্বানকারী পক্ষের তুচ্ছ দাবি এড়ানোর জন্য। এটি ভালভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে একটি তুচ্ছ দাবি অনুকরণীয় খরচের সাথে খারিজ করা যেতে পারে। সুতরাং, জ্ঞানদেও সাবাইজি নায়েক বনাম প্রজ্ঞা প্রকাশ খাড়েকর, (২০১৭) ৫ এসসিসি ৪৯৬-এ, এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

১৪. আইনি ব্যবস্থা জুড়ে আদালতগুলি-এই আদালতটি ব্যতিক্রম নয়-মামলা মোকদ্দমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তুচ্ছ ও ভিত্তিহীন ফাইলিং ন্যায়বিচার প্রশাসনের জন্য একটি গুরুতর বিপদ। তারা সময় ব্যয় করে এবং পরিকাঠামো আটকে দেয়। প্রকৃত কারণগুলি পরিচালনার জন্য যে উত্পাদনশীল সংস্থানগুলি ব্যবহার করা উচিত তা কেবল বিলম্বের জন্য দায়ের করা মামলাগুলির শুনানিতে নষ্ট হয়ে যায়, মৃত বিষয়গুলি দীর্ঘায়িত করে এবং মূল্যহীন কারণগুলি অনুসরণ করে। কোনও মামলাকারীর বিলম্বের ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী স্বার্থ থাকতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান মামলাটি যেমন উদাহরণ দেয়, ন্যায়বিচার প্রদানের প্রক্রিয়াটি অসাধুদের দ্বারা বৈধদের ক্ষতির জন্য অপব্যবহার করা হয়। বর্তমান মামলাটি একটি দৃষ্টান্ত যে, কীভাবে একটি সাধারণ বিষয় আদালতের সময়কে দখল করেছে এবং অনিবার্য বিষয়টিকে দীর্ঘায়িত করার জন্য ধারাবাহিক আবেদনগুলি দায়ের করা হয়েছে। যে ব্যক্তির পক্ষে ন্যায়বিচারের ভারসাম্য প্রক্রিয়াটি একটি পুরানো সমস্যা পুনরুজ্জীবিত করার বারবার প্রচেষ্টার মাধ্যমে অচল হয়ে পড়েছে। এই প্রবণতাটি কেবল তখনই দমন করা যেতে পারে যখন পুরো ব্যবস্থার আদালতগুলি এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে যা এই ধরনের আচরণকে শাস্তি দেয়। ন্যায়বিচারের উদার প্রবেশাধিকারের অর্থ বিশৃঙ্খলা ও শৃঙ্খলাহীনতার অ্যাক্সেস নয়। একটি শক্তিশালী বার্তা অবশ্যই জানাতে হবে যে আইনের বিলম্ব থেকে লাভের জন্য পরিকল্পিত মামলা মোকদ্দমার কৌশল দ্বারা ন্যায়বিচারের আদালতগুলিকে ব্যাহত হতে দেওয়া হবে না। এখানকার এবং এখনকার সমস্ত আদালত যদি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা না নেয়, তা হলে আমাদের সমাজ মেনে চলার পরিবর্তে প্রতারণার উপর ভিত্তি করে একটি আইনি সংস্কৃতি গড়ে তুলবে। এই ধরনের পরিস্থিতি দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করা প্রতিটি আদালতের কর্তব্য। দৃষ্টান্তমূলক খরচ আরোপ করা একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ, যা নিষ্ক্রিয় করার পাশাপাশি তুচ্ছ মামলাগুলি দায়ের করা রোধ করতে হবে। কেবল তখনই আদালত প্রকৃত কারণগুলি সমাধান করতে এবং বিচারের প্রয়োজনে থাকা ব্যক্তিদের উদ্বেগের উত্তর দেওয়ার জন্য সময় আলাদা করতে পারে।

প্রকৃত অভিযোগ সহ নাগরিকদের জন্য আদালতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য রিয়েল টাইম চার্জগুলিও প্রয়োজনীয়। অন্যথায়, কেবল অযোগ্য মামলাগুলির ওজনের কারণে বৈধ কারণগুলির জন্য দরজা বন্ধ হয়ে যাবে যা ব্যবস্থাকে প্লাবিত করে। এই জাতীয় পরিস্থিতি ঘটতে দেওয়া যায় না। তাই এটি কেবল বিবেচনার বিষয় নয়, এটি একটি কর্তব্য এবং যারা ন্যায়বিচারকে পরাজিত বা বিলম্বিত করার জন্য আইনের রূপগুলি ব্যবহার করে তাদের দ্বারা আইনি ব্যবস্থা যাতে শোষিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত আদালতের উপর দায়বদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। আমরা সমস্ত আদালতকে একইভাবে তুচ্ছ ফাইলিং মোকাবেলা করার জন্য প্রশংসা করি।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২১, সুতরাং সালিসকারীর সামনে সফল হওয়া পক্ষের জন্য এই নীতিটি আহ্বান করা সর্বদা উন্মুক্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক খরচ আরোপের ক্ষেত্রে কোনও দাবি তুচ্ছ বলে খারিজ করার জন্য সালিসকারীর পক্ষে উন্মুক্ত।

২২. আমরা জেনারেল মোটরস (১) (পি) লিমিটেড বনাম অশোক রামনিক লাল তোলাত, (২০১৫) ১ এস. সি. সি ৪২৯-এ এই আদালতের রায়টিও লক্ষ্য করতে পারি যে, কোনও আদালতে তুচ্ছ মামলা দায়ের করা হলে শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এই আদালত বলেছেঃ-

১৬. আমরা শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য জাতীয় কমিশন কর্তৃক নথিভুক্ত ফলাফলের সঠিকতার বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে এগিয়ে যাই। এটি করার আগে, আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া বাদী তার লিখিত জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যার মধ্যে এই প্রশ্নটিও রয়েছে যে আবেদনকারীকে তার দ্বারা বিক্রি করা যানবাহনের আয়ের জন্য হিসাব দিতে বলা উচিত। স্বীকার করা যায় যে, সংশ্লিষ্ট গাড়িটি আপিলকারীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে যার বিরুদ্ধে উত্তরদাতা অভিযোগকারীর কোনও দাবি নেই। সুতরাং, উত্থাপিত আবেদনটি কোনও যোগ্যতা ছাড়াই। আরও ১০০ কোটি টাকার শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ এবং তাকে এই আদালতে টেনে আনার জন্য ক্ষতিপূরণের জন্য উত্থাপিত অন্য বিষয়টি অভিযোগকারীর দায়ের করা অভিযোগের বাইরে বিবেচনার যোগ্য নয়। উপরন্তু, কোনও মামলাকারীকে কেবল এই আদালতে যাওয়ার জন্য শাস্তিমূলক ক্ষতির মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে না, যদি না তার মামলা ১ গুলি তুচ্ছ বলে প্রমাণিত হয়।

২৩. এই মামলার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি হল যে, যদি না এটি প্রথম পাওয়া যায় যে যে মামলা দায়ের করা হয়েছে তা তুচ্ছ, দৃষ্টান্তমূলক খরচ বা শাস্তিমূলক ক্ষতি অনুসরণ করা হয় না। অতএব, স্পষ্টতই, দাবি করা পরিমাণের ১০ শতাংশের একটি, ডিপোজিট-অ্যাট-কল, যা হতে পারে

বড় অঙ্কের অর্থ অবশ্যই তুচ্ছ দাবি দাখিল/জমা দেওয়ার সঙ্গে সরাসরি কোনও যোগসূত্র ছাড়াই থাকে, কারণ এটি একেবারে দ্বারপ্রান্তে করা সমস্ত দাবির (তুচ্ছ বা অন্যথায়) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে কোনও সিদ্ধান্তের আগে ১০ % জমা দিতে হবে যে সালিশ আহ্বানকারী পক্ষের দাবি তুচ্ছ। এটি বিষয়টির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা মনে রাখতে হবে যে এই ধরনের ধারা এমন কিছু হওয়ার অর্থে নির্বিচারে হবে যা অন্যায্য এবং অন্যায্য হবে এবং যা কোনও যুক্তিসঙ্গত মানুষ রাজি হবে না। প্রকৃতপক্ষে, একটি দাবি খারিজ করা যেতে পারে তবে তুচ্ছ হওয়ার প্রয়োজন নেই, যেমনটি এই সত্য থেকে স্পষ্ট যে যেখানে তিনজন সালিসকারী নিয়োগ করা হয়, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু পুরষ্কার হিসাবে জানা যায়, এটি স্পষ্ট করে দেয় যে দুটি সম্ভাব্য বা এমনকি প্রশংসনীয় মতামত থাকতে পারে যা ইঙ্গিত করবে যে দাবি ১ গুলি খারিজ করা হয়েছে বা যোগ্যতার ভিত্তিতে অনুমোদিত হয়েছে এবং এটি তুচ্ছ বলে নয়। উপরন্তু, এমনকি যদি কোনও দাবি ন্যায়সঙ্গত এবং সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তবে জমা দেওয়া পরিমাণ সফল দাবিদারকে ফেরত দেওয়ার দরকার নেই। উদাহরণস্বরূপ, একটি চুক্তি বাতিলের ভিত্তিতে একটি দাবি নিন যা অবৈধ এবং তার ফলস্বরূপ ক্ষতি। যদি দাবিটি সফল হয় এবং বাতিলকরণকে অবৈধ বলে বাতিল করে দেওয়া হয় এবং এক কোটি টাকার ক্ষতির দাবি পরিশেষে বিদ্বান সালিসকারী দ্বারা মাত্র দশ লক্ষ টাকায় মঞ্জুর করা হয়, তবে জমা করা অর্থের মাত্র দশমাংশ সফল পক্ষের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। যে পক্ষ সালিশ কার্যধারায় হেরে গেছে সে জমা অর্থের নয় দশমাংশ বাজেয়াপ্ত করার অধিকারী হবে যদিও উপরোক্ত পক্ষের বিরুদ্ধে রায় রয়েছে। এটি পুরো ধারাটিকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী করে তুলবে, 'টি' শুধুমাত্র অত্যধিক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং যে পক্ষ সালিশ হারিয়েছে তার সম্পূর্ণ অন্যায্য ফলাফলের দিকে পরিচালিত করবে যে আমানতের এমন অংশ বাজেয়াপ্ত করার অধিকারী, যা যা দাবি করা হয়েছে তার তুলনায় প্রদত্ত পরিমাণের তুলনায় আনুপাতিকভাবে কম।

২৪. এছাড়াও, এটি একটি স্থিরীকৃত আইন যে সালিশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া যা আদালতে মামলাগুলির উচ্চ বিচারাধীনতা এবং মামলা মোকদ্দমার ব্যয়ের কারণে উৎসাহিত করা উচিত। জমা দেওয়ার যে কোনও প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই এই প্রক্রিয়ায় একটি বাধা হিসাবে গণ্য হবে। এছাড়াও, এটি সহজেই কল্পনা করা যায় যে প্রায়শই একটি বিশাল দাবির ১০ % জমা কোনও দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য নেওয়া আদালতের পারিশ্রমিক-র চেয়েও বেশি হবে। জম্মু ও কাশ্মীর বনাম দেব দত্ত পণ্ডিত (১৯৯৯) ৭ এসসিসি ৩৩৯ মামলার এই আদালত রায় দিয়েছেঃ-

''২৩. সালিশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা আদালতে মামলাগুলির উচ্চ বিচারাধীনতা এবং মামলা মোকদ্দমার ব্যয়ের কারণে উত্সাহিত করা উচিত। সালিশকে সমস্ত আন্তরিকতার সাথে দেখতে হবে যাতে

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করার দ্রুত প্রক্রিয়ার প্রতি মামলাকারী জনগণের আস্থা রয়েছে। বর্তমান মামলায় যা ঘটেছে তা অবশ্যই একটি পরিহাসজনক পরিস্থিতি, যা এড়ানো উচিত। মোট চুক্তির পরিমাণ ছিল টাকা ১২,২৩,৫০০। যখন কন্ট্রাক্টর কাজের ৫০% এর কম করেছে তখন চুক্তি বাতিল করা হয়। তাকে টাকা ৫,৭১,৯০০ পরিশোধ করা হয়েছে। একটি ধারা ২০ আবেদনপত্রে তিনি টাকা ৩৯,৪৭,০০০ দাবি করেন এবং আর্বিট্রেটরের কাছে দাবি বাড়িয়ে টাকা ৬৩,৬১,০০০ করা হয়। তিনি টাকা ২০,০৮,০০০ পান, যার ওপর ১০% বার্ষিক সুদ এবং ১৮% বার্ষিক জরিমানা সুদ ধার্য করা হয়। এ ধরনের আর্বিট্রেশন হাস্যকর বিষয় হয়ে ওঠে এবং আর্বিট্রেশন প্রতিষ্ঠানের জন্য সহায়ক হয় না। বরং এটি আর্বিট্রেশন প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি খারাপ খ্যাতির মধ্যে নিয়ে আসে। যখন দাবি বাড়ানো হয় সকল সীমা ছাড়িয়ে, শুধু যে অন্য পক্ষকে ভারী খরচ দেওয়া উচিত তা নয়, বরং এমন বাড়ানো দাবি করা পক্ষকে খরচ থেকে বঞ্চিত করা উচিত। অতএব, আমরা কন্ট্রাক্টরের পক্ষে এবং জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের বিরুদ্ধে দেওয়া টাকা ৭৫০০ খরচের পুরস্কৃত পুরস্কার বাতিল করি।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৫. এই আদালতের বেশ কয়েকটি রায় পুনর্ব্যক্ত করেছে যে সালিশের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল দ্রুত, কার্যকর, সস্তা এবং দ্রুত পদ্ধতিতে বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা। সুতরাং, সেন্ট্রোট্রেড মিনারেলস অ্যান্ড মেটাল ইনকর্পোরেটেড বনাম হিন্দুস্তান কপার লিমিটেড, (২০১৭) ২ এসসিসি ২২৮-এ এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

৩৯. ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম ইউ. পি. স্টেট ব্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড [(২০১৫) ২ এস. সি. সি. ৫২] মামলায় এই আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে [ও. পি. মালহোত্রা আইন ও সালিশ ও সমঝোতার অনুশীলন সম্পর্কে (৩য় সংস্করণ মিসেস ইন্দু মালহোত্রা, সিনিয়র অ্যাটর্নি দ্বারা সংশোধিত)। যে এ অ্যান্ড সি আইনের চারটি মৌলিক স্তম্ভ রয়েছে এবং তারপরে প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১৬-এ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যেঃ

‘;১৬. প্রথম স্তম্ভের প্রথম এবং সর্বাগ্রে নীতি হল 'একটি সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা ন্যায্য, দ্রুত এবং সাশ্রয়ী বিচার'। অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব বা ব্যয় সালিশের উদ্দেশ্যকেই হতাশ করবে। আগ্রহজনকভাবে, দ্বিতীয় নীতি যা আইনে স্বীকৃত তা হল পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পক্ষের স্বায়ত্তশাসন। এর অর্থ হল যে সালিশ চুক্তিতে নির্ধারিত কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি যা পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে, তা যদি সাধারণভাবে অবলম্বন করতে হয়।

(মূলত জোর দেওয়া)

আই. সি. ও. এম. এম. টেলি লিমিটেডবনাম পাঞ্জাব স্টেট ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যুয়ারেজ বোর্ড এবং অন্যরা [আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি] ৯৯৯

২৬. একইভাবে, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম বরিন্দেরা কনস্ট্রাকশনস লিমিটেড, (২০১৮) ৭ এস. সি. সি ৭৯৪ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ-

"১২. সালিশের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল দ্রুত, কার্যকর, সস্তা এবং দ্রুত পদ্ধতিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। সালিশ সম্পর্কিত আইন নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করে যা সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ নামে পরিচিত। সালিশ প্রক্রিয়াটিকে আরও কার্যকর করার জন্য, আইনসভা আদালতের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করে যেখানে বিষয়টি সালিশের সাপেক্ষে। আইনের ৫ নং ধারা নির্দিষ্টভাবে আদালতের হস্তক্ষেপকে কিছুটা সীমাবদ্ধ করে। অন্য কথায়, এটি কেবলমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, যেমন এই আইন দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে, আদালত বিবাদে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী যা সালিশের বিষয়। এই ধরনের হস্তক্ষেপ সালিশ কার্যধারার আগে, সময়ে বা পরে হতে পারে, যা মামলা হতে পারে। সংক্ষেপে, আদালত সালিশের বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করবে না যদি না উভয় পক্ষের প্রতি অবিচার করা হয়।

২৭, সালিশের জন্য কোনও পক্ষকে ১০ % অগ্রিম জমা দিয়ে এই বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াটি আহ্বান করা থেকে বিরত করা সালিশকে নিরুৎসাহিত করবে, আদালত ব্যবস্থাকে অচল করার উদ্দেশ্যের বিপরীতে, এবং সালিশ প্রক্রিয়াটিকে অকার্যকর এবং ব্যয়বহুল করে তুলবে।

২৮. এই সমস্ত কারণে, আমরা দরপত্র আহ্বানকারী নোটিশের শর্ত ২৫ (vil) বাতিল করি। এই ধারাটি শর্ত ২৫ এর বাকি অংশ থেকে পৃথকযোগ্য হওয়ায় শর্ত ২৫র অবশিষ্ট অংশগুলিকে প্রভাবিত করবে না। হাইকোর্টের রায়টি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং আপিল অনুমোদিত হয়।

নিধি জৈন *আপিল অনুমোদিত।*

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu